অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কলেজ শিক্ষক কল্যাণ পরিষদ
কুষ্টিয়া সরকারি কলেজ ক্যাম্পাস।

সাধারণ সভার কার্যবিবরণী

অদ্য ১৮.১১.২০২৩ শনিবার সকাল ১১-০০টায় অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কলেজ শিক্ষক কল্যাণ পরিষদের সাধারণ সভা পরিষদের সম্মানিত সভাপতি প্রফেসর মো. হাসানুজ্জামানের সভাপতিত্বে কুষ্টিয়া সরকারি কলেজ শিক্ষক মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় উপস্থিত ছিলেন-

১. মো. হাসানুজ্জামান
২. তোহুর আহমদ হিলালী
৩. মো. মজিবর রহমান
৪. মো. শরিফুল ইসলাম
৫. মো. তাহাজ্জেল হোসেন
৬. মো. গোলাম মোস্তফা
৭. মোহা. মোশাররফ হোসেন
৮. মো. ইকবাল হোসেন
৯. আবু হেনা মুহা. গোলাম রসুল বাবলু
১০. সাবিহা সুলতানা
১১. মো. মুসা উদ্দীন বিশ্বাস
১২. মো. ইয়ার আলী
১৩. শিরীন আখতার
১৪. মোহা. শফিকুর রহমান
১৫. বিপ্রজিৎ কুমার বিশ্বাস
১৬. শেখ মোহাম্মদ আবু শামীম
১৭. কাজী মনজুর কাদির

সভায় গৃহিত সিদ্ধান্তবলী

১. সভার শুরুতে অর্থসহ কুরআন তেলাওয়াত করেন প্রফেসর মো. ইকবাল হোসেন। তেলাওয়াতকৃত আয়াতের অর্থ- ‘এসব কাফেররা বলে, এ কুরআন তোমরা কখনো শুনবে না। আর যখন তা শুনানো হবে তখন হট্টগোল বাধিয়ে দেবে। হয়তো এভাবে তোমরা বিজয়ী হবে। আমি এসব কাফেরদের কঠিন শাস্তির মজা চাখাবো এবং যে জঘন্যতম তৎপরতা তারা চালিয়ে যাচ্ছে তার পুরো বদলা তাদের দেবো। প্রতিদানে আল্লাহর দুশমনরা যা লাভ করবে তা হচ্ছে জাহান্নাম। সেখানেই হবে তাদের চিরদিনের বাসস্থান। তারা আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করতো। এটা তাদের সেই অপরাধের শাস্তি। সেখানে এসব কাফেররা বলবে, ‘হে আমাদের রব, সেসব জিন ও মানুষকে আমাদের দেখিয়ে দাও যারা আমাদের পথভ্রষ্ট করেছিল। আমরা তাদের পদদলিত করবো, যাতে তারা লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়।

যারা ঘোষণা করেছে, আল্লাহ আমাদের রব, অত:পর তার ওপরে দৃঢ় ও স্থির থেকেছে নিশ্চিত তাদের কাছে ফেরেশ্‌তা আসে এবং তাদের বলে, ভীত হয়ো না, দুঃখ করো না এবং সেই জান্নাতের সুসংবাদ শুনে খুশি হও, তোমাদেরকে যার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। আমরা এই দুনিয়ার জীবনেও তোমাদের বন্ধু এবং আখেরাতেও। সেখানে তোমরা যা চাবে তাই পাবে। আর যে জিনিসেরই আকাঙ্ক্ষা করবে তাই লাভ করবে। এটা সেই মহান সত্তার পক্ষ থেকে মেহমানদারীর আয়োজন। তিনি ক্ষমাশীল ও দয়াবান।' সুরা হা-মীম আস সাজদাহ ২৬-৩২

২. গত ২৮.০২.২০২৩ তারিখ সাধারণ সভার সিদ্ধান্তবলী পাঠ করেন পরিষদের সম্পাদক প্রফেসর তোহুর আহমদ হিলালী। উক্ত সিদ্ধান্তবলী অনুমোদিত হয়।

প্রাক্তন কোষাধ্যক্ষ প্রফেসর মো. শরিফুল ইসলামের পক্ষে সম্পাদক পরিষদের হিসাব প্রদান করেন। ব্যাংকে সাধারণ তহবিলে ৫০,৮০৫/- ও শিক্ষক কল্যাণ তহবিলে ৭৩,২৭৭/- এবং হাতে রয়েছে ২,০১৫/- টাকা। প্রফেসর মো. মুসা উদ্দীন বিশ্বাস নিয়মিত ব্যয় পরিচালনার জন্য কিছু চাঁদা ধার্যের প্রস্তাব করেন। পরবর্তী সভায় বিষয়টি উত্থাপনের সিদ্ধান্ত হয়।

৩. আগামী ফেব্রুয়ারি ২০২৪ মাসে বার্ষিক বনভোজনের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। বনভোজন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত উপকমিটি গঠিত হয়।

১. প্রফেসর মো. ইয়ার আলী, আহবায়ক
২. প্রফেসর মো. ইকবাল হোসেন, সদস্য
৩. প্রফেসরর আবু হেনা মুহা. গোলাম রসুল বাবলু, সদস্য

সদস্য প্রতি চাঁদা ধার্য হয় ৩০০/-টাকা। স্বামী/স্ত্রী ও নাতি-নাতনি সঙ্গে নেয়া যাবে এবং সকলের একই চাঁদা। অতিরিক্ত ব্যয় পরিষদের পক্ষ থেকে বহন করা হবে। স্থান ও খাওয়ার মেনুসহ বনভোজন সম্পর্কীয় যাবতীয় বিষয় উপকমিটি নির্ধারণ করবে।

৪. আগামী ২০২৪ সনে বইমেলা উপলক্ষে অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকদের (জীবিত ও মৃত) আত্মকথা/স্মৃতিকথা/জীবনচরিত এবং কলেজ নিয়ে স্মৃতিচারণমূলক একটি বই রচনার সিদ্ধান্ত হয়। তাতে কুষ্টিয়া সরকারি কলেজের ছাত্র-শিক্ষকসহ কুষ্টিয়াবাসী সবাই লিখতে পারবেন। সম্পাদনার দায়িত্ব প্রদান করা হয় প্রফেসর তোহুর আহমদ হিলালী (আহবায়ক), অধ্যাপক মো. আখতার হোসেন (সদস্য) ও প্রফেসর মো. ইয়ার আলীর (সদস্য) সমন্বয়ে তিন সদস্যবিশিষ্ট উপকমিটির উপর। লিখতে আগ্রহীদের আগামী ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪ ওয়ার্ডে আহবায়কের ই-মেইলে (tohurahmadhilali@gmail.com) জমা দিতে হবে। বইবিক্রি বড়ো সমস্যা। আমাদের স্লোগান হবে আমরা হবো লেখক, ক্রেতা ও পাঠক। পরিষদের সদস্য এবং তাদের পরিবার স্মৃতিচারণমূলক যে কোনো লেখা জমা দিতে পারবে।

৫. শিক্ষককল্যাণ তহবিল নিয়ে আলোচনা হয়। করোনাকালে নিয়মিত সভা না হওয়ায় কল্যাণ তহবিলে চাঁদা আদায় অনিয়মিত হয়ে গেছে। অধিকাংশ সদস্যের ২০২১ সনের পরিশোধ রয়েছে। ২০২৩ সন পর্যন্ত বার্ষিক ১২০০/- টাকা করে চাঁদা বার্ষিক বনভোজনের পূর্বে বা সেদিনে পরিশোধের জন্য অনুরোধ জানানো হয়। ইতোপূর্বে গৃহিত সিদ্ধান্ত মোতাবেক মরহুম আব্দুল কুদ্দুস ও মরহুম আবদুস সাততারের পরিবারকে এককালিন ২০,০০০/- টাকা করে প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। যাঁরা নতুন সদস্য হয়েছেন তাঁদেরকে অবসর (পিআরএল) গ্রহণের বছর থেকে প্রতি বছর ১,২০০/- টাকা করে চাঁদা প্রদানের জন্য অনুরোধ জানানো হয়। এখন থেকে কল্যাণ তহবিল পরিচালনার জন্য অদ্যকার সভায় প্রফেসর মো. ইয়ার আলী (আহবায়ক), প্রফেসর মো. ইকবাল হোসেন ও

প্রফেসর কাজী খলিল আহম্মেদ সমন্বয়ে তিন সদস্যের উপকমিটি গঠিত হয়।

৬. নবাগত অধ্যক্ষ প্রফেসর শিশির কুমার রায়কে পরিষদের পক্ষ থেকে অদ্যকার সভায় অভিনন্দন জ্ঞাপন করা হয় এবং তাঁর শারীরিক সুসুস্থতা, দীর্ঘায়ু এবং দায়িত্ব পালনে সাফল্য কামনা করা হয়। পরিষদের গঠনতন্ত্র মোতাবেক অধ্যক্ষ মহোদয় পদাধিকার বলে পরিষদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক এবং অদ্যকার সভা আশা করে যে, তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা অব্যাহত থাকবে।

৭. প্রাক্তন অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী মনজুর কাদির ২০২৪ সনে সপরিবারে হজে যাচ্ছেন। সপরিবারে নির্বিঘ্নে হজ পালন ও হজ কবুলের জন্য আল্লাহর দরবারে দোয়া করা হয়।

৮. চলতি বছর আমাদের কিছু প্রিয়জন মহান রবের কাছে ফিরে গেছেন। হিসাববিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক (অব) নেহাল উদ্দিন শেখ (মৃত্যু ০৫.০৪.২০২৩), বাংলা বিভাগের অধ্যাপক আব্দুল কুদ্দুস (মৃত্যু ১২.০৬.২০২৩) প্রদর্শক জনাব মুহাম্মদ আবদুস সাততার (মৃত্যু ১২.০৭.২০২৩), প্রফেসর সাবিহা সুলতানার মা (মৃত্যু ০৪.১০.২০২৩) এবং প্রফেসর শরিফুল ইসলামের মেয়ে দিলরুবা ইয়াসমিন শিউলির (মৃত্যু ১৯.০৩.২০২৩) ইন্তেকালে অদ্যকার সভায় গভীর শোক ও শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা এবং মাগফেরাত কামনা করা হয়।

৯. গত ১৪.১১.২৩ তারিখে নাতি হওয়ায় প্রফেসর মো. আব্দুল ওদুদ দোয়া চেয়েছেন। আমরা দোয়া করি, এই নাতির মাধ্যমে আল্লাহপাক পরিবারের সকলের চোখকে শীতল করে দিন।

একবার সুরা ফাতিহা, তিনবার সুরা এখলাস ও দরুদ শরিফ পাঠের মধ্য দিয়ে মৃত সহকর্মী এবং তাঁদের স্বজনদের মাগফেরাত ও সকলের কল্যাণ কামনা করে মোনাজাত করেন সভাপতি প্রফেসর মো. হাসানুজ্জামান এবং মোনাজাতের মাধ্যমে তিনি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।